চোপড়া পরিস্থিতি

রাহুলকে জানাবে কংগ্রেস

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৮ নভেম্বর ঃ পুজোয় মহাষ্টমীর দিন তাঁকে কলকাতায় আনার চেষ্টা সফল হয়নি। তবু দলের সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধিকে আনার ব্যাপারে হাল ছাড়েনি প্রদেশ কংগ্রেস। রাহুলকে এনে রাজ্যে দলের হালহকিকত ফেরানোর চেষ্টা বহাল রেখেছেন প্রদেশ নেতারা। এই মুহূর্তে দেশের তিন রাজ্য রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের বিধানসভা ভোট নিয়ে ব্যস্ত রাহুল। ভোট মিটলে তাঁকে যাতে আনা যায় সেই চেষ্টায় এতটুকু কসুর করছেন না রাজ্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাহুলকে আমন্ত্রণ জানানো হবে এবার। প্রদেশ সভাপতি সোমেন মিত্র বৃহস্পতিবার জানালেন, 'আগামী ১৩ ও ১৪ নভেম্বর আমরা বৈঠকে বসছি। জেলা ও ব্লক সভাপতিরা ছাড়াও প্রদেশ নেতৃবৃন্দ সবাই থাকবেন। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধিকে রাজ্যে আনার ব্যাপারেও কথা হবে। তাঁকে আনা মানেই দলের কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে নেতাদের মধ্যেও নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়া। এই প্রচেষ্টার পাশাপাশি রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আমরা পর্যালোচনা করব। আগামী ১৭ নভেম্বর উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে দলের কর্মসূচি রয়েছে। আমরা যাচ্ছি। চোপড়ায় কংগ্রেসিরা খুন হচ্ছেন। শুধু চোপড়া কেন, রাজ্যের সর্বত্র দলের কর্মীরা শাসকদল এবং পুলিশের হাতে অত্যাচারিত হচ্ছেন। উত্তরবঙ্গের নেতারা চাইছেন চোপড়ার ঘটনা নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস কর্মসূচি নিক। এই নিয়ে রাজ্যে দলের অন্যতম কার্যকরী সভাপতি শংকর মালাকারের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে। চোপড়ার ঘটনার প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দিতে চায়।'

এই নিয়ে এদিন শংকরবাবুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'চোপড়া নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস প্রতিবাদ জানাতে ১৩ বা ১৪ নভেম্বর রাজ্যের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর কাছে স্মারকলিপি দিতে চায়। এই ব্যাপারে রাজ্যপালের কাছে সময় চাইতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। শুধু চোপড়া কেন, সারা রাজ্যেই কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের অবস্থা ভয়াবহ। শাসকদল তৃণমূলের অত্যাচার ও নিপীড়ন তো আছেই। সেই সঙ্গে পুলিশও মিথ্যা মামলায় কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের ফাঁসাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে চোপড়ার সঙ্গে রাজ্যের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা রাজ্যপালকে জানাতে চাই আমরা। তাঁর হস্তক্ষেপও দাবি করব আমরা। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধিকে এই রাজ্যে আনার বিষয়টিও আমরা আলোচনার মধ্যে রেখেছি। আমরা তাঁকে এনে এখানে একটি কর্মী সম্মেলন করতে চাই। কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামেই ওই সম্মেলন করার চেষ্টা হবে।'

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

নিশিগঞ্জ, ৮ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার ভোরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক বাইক আরোহী যুবকের। রাজু মোদক (২০) নামে ওই যুবক বুধবার রাতে নিশিগঞ্জে কালীপুজোর অনুষ্ঠান দেখে বাইকে চান্দামারির বাড়িতে ফিরছিলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে রাতেই কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে ভরতি করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের।

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৮০.৯২

ডিজেল টাঃ ৭৫.৪৯

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

—সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

আবহাওয়া

৮ নভেম্বরের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২৭.৪	২০.৬
শিলিগুড়ি	২৯.০	১৭.২
জলপাইগুড়ি	২৮.৭	১৬.৫
কোচবিহার	২৯.১	১৫.১
আলিপুরদুয়ার	২৯.০	১৪.৮
মালদা	২৯.৮	১৯.০
রায়গঞ্জ	২৯.৫	১৯.২
গ্যাংটক	১৭.২	৯.৯

শুক্রবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ।

বিন্দু বিসর্গ

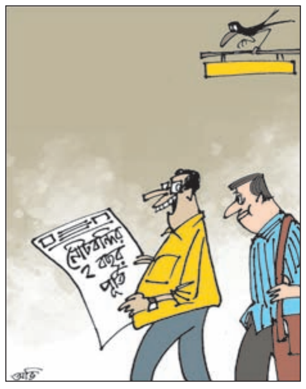

গতকাল দারুণ গেছে। কেউ মিত্রোঁ বলে ডাকেনি!

অদ্ভুত জ্বরের কারণ খুঁজছেন চিকিৎসকরা

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ প্রবল জ্বর, সঙ্গে তীব্র মাথাব্যথা। সারা শরীরে লাল ছোপছোপ দাগ। দ্রুত নেমে যাচ্ছে প্লেটলেট। অল্প সময়ের মধ্যেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে রোগীর শারীরিক অবস্থা। শুধু তাই নয়, কোনো রোগী সেরে ওঠার পর ফের প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন, এমন ঘটনার উদাহরণও রয়েছে। এই জ্বর কি শুধুই আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে, নাকি অন্য কোনো কারণে? বাস্তবেই এই কারণ খুঁজতে ব্যস্ত চিকিৎসকরা।

ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে ইতিমধ্যেই মুখে কুলুপ এঁটেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। কিন্তু হাসপাতাল কিংবা নার্সিংহোমে ভরতি রোগীদের মধ্যে যাঁদের রক্তে এনএস ওয়ান পজিটিভ মিলছে, তাঁদের প্লেটলেট দ্রুত যেভাবে নেমে যাচ্ছে তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন রোগীর পরিজনরা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ শরদিন্দু চক্রবর্তী তিনদিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কলেজপাড়ার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। গত কয়েকদিনে প্লেটলেট ২ লক্ষ থেকে কমতে কমতে বৃহস্পতিবার ১১ হাজারে নেমেছে। উল্লেখ্য, শরদিন্দুবাবু গত তিন বছর ধরে এই সময়েই এভাবে জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন। এবারও তাঁর রক্তে এনএসওয়ান পজিটিভ ধরা পড়েছে। যদিও চিকিৎসকরা জানান, জ্বরে আক্রান্ত হলে যেকোনো রোগীরই প্লেটলেট কমে যায়। কিন্তু তা বলে এত কমে যাবে? এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত চিকিৎসক মহল। কলেজপাড়ার ওই নার্সিংহোমে আরও বেশ কয়েকজন রোগী রয়েছেন যাঁরা এখনও প্রবল জ্বরে আক্রান্ত। এঁদের মধ্যে একজনকে ভেন্টিলেশনে পর্যন্ত রাখতে হয়েছে।

এই মুহূর্তে শিলিগুড়ির অধিকাংশ নার্সিংহোমে জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং নতুন রোগী ভরতি নেওয়ার জায়গা না থাকার দরুন রোগীকে ফিরিয়ে পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তাতে শহরের বেশকিছু এলাকার মানুষ জ্বরের আতঙ্কে ভুগছেন। শহরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে জ্বরের প্রকোপ এতটাই যে প্রায় প্রতিটি ঘরেই খোঁজ মিলছে জ্বরে আক্রান্ত রোগীর।

কী বলছেন ডাক্তাররা

- এবার গত বছরের থেকে জ্বরের চরিত্রটা অনেকটা বদলেছে। জ্বরের সঙ্গে এবার ডায়ারিয়াও হচ্ছে অনেক রোগীর।
- শুধু প্লেটলেটেই নয়, প্রবল জ্বরে ডব্লিউবিসি–ও কমে যাচ্ছে।

যদিও শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৪ এবং ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে এই জ্বরের প্রকোপ বেশি থাকলেও এর কারণ খুঁজতে গিয়ে হিমসিম অবস্থা শিলিগুড়ি পুরনিগমের।

ডাঃ পি ডি ভুটিয়ার বক্তব্য, 'শুধু প্লেটলেটেই নয়, প্রবল জ্বরে ডব্লিউবিসি–ও কমে যাচ্ছে। লিভারে সমস্যা দেখা যাচ্ছে। অনেক রোগী এখনও আসছেন। তবে যাঁরা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের রক্তপরীক্ষায় এনএসওয়ান পজিটিভ ধরা পড়লেও ম্যাক এলাইজা পরীক্ষা হলেই রোগীর ডেঙ্গু হয়েছে কিনা বোঝা যাবে।' ডাঃ শেখর চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'এবার গত বছরের থেকে জ্বরের চরিত্রটা অনেকটা বদলেছে। জ্বরের সঙ্গে এবার ডায়ারিয়াও হচ্ছে অনেক রোগীর। তবে জ্বর শুরুর পাঁচদিন পর ম্যাক এলাইজা পরীক্ষা করা দরকার। কারণ প্রথম দু–তিনদিনের মধ্যেই যদি ম্যাক এলাইজা পরীক্ষার জন্য রক্ত পাঠানো হয়, তবে সঠিক রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব নয়।' ডাঃ শঙ্খ সেনের বক্তব্য, 'ম্যাক এলাইজা পরীক্ষার পর অনেকের রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে ঠিকই, তবে তা তুলনামূলকভাবে গতবারের তুলনায় কম। যাঁদের ডেঙ্গুর জীবাণু ধরা পড়ছে না অথচ প্রবল জ্বরের সঙ্গে প্লেটলেট, ডব্লিউবিসি কমে যাচ্ছে তাঁরা ডেঙ্গুর মতো অন্য কোনো ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন। তবে তিন–চারদিনের মধ্যে জ্বর কমে গেলেও পঞ্চম থেকে সপ্তম দিন পর্যন্ত প্রতিদিন রক্তপরীক্ষা ও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।'

ALIPURDUAR CITIZENS' FORUM
(আলিপুরদুয়ার জনগণের ফোরাম)
গণ কনভেনশন

বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার রেল ওভার ব্রিজের নিচে নাগরিক গণ কনভেনশন। ছবি ঃ আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

রেল–বন সমন্বয় বৈঠক না হওয়ায় শঙ্কা বাড়ছে

কোচবিহার, ৮ নভেম্বর ঃ রেল ও বন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৈঠক গত চারমাস ধরে বন্ধ রয়েছে। ফলে ডুয়ার্সের রেলপথে হাতির মৃত্যু বা দুর্ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ কার্যত থমকে রয়েছে। শীতের শুরুতেই কুয়াশার জন্য রেলপথের দৃশ্যমানতা কমতে থাকায় শঙ্কাও বাড়ছে। রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলছে, তারা বৈঠক করার জন্য বন দপ্তরের কাছে বারবার চিঠি পাঠিয়েছে। কিন্তু বৈঠকের তারিখ তারা দেয়নি।

রেল সূত্রে জানা গেল, প্রতি তিনমাস অন্তর রেল ও বন দপ্তরের মধ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যে ১৬৮ কিলোমিটার রেলপথ রয়েছে পাহাড়, জঙ্গল, অভয়ারণ্য ঘেরা এই এলাকা দিয়ে ট্রেন চলায় বহু হাতির মৃত্যু হয়েছে। মাঝে ২০১৭ সালে দুর্ঘটনা কমে গেলেও পুজোর আগে ফের দুর্ঘটনায় দুটি হাতির মৃত্যু হয়। সমন্বয় রাখতে রেল ও বন দপ্তরের শেষ বৈঠকটি হয়েছিল চলতি বছরের ৮ জুলাই। তারপর চারমাস হয়ে গেলেও এখনও বৈঠক হয়নি। প্রশ্ন উঠেছে, এইরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠক কেন করা হচ্ছে না? শীতের সময় কুয়াশার ফলে এমনিতেই দৃশ্যমান্যতা কমে যায়। এছাড়াও এই সময় রেললাইনের ধারে ধানি জমি থাকলে সেখানে ধান খাওয়ার জন্য হাতিরা আসে। ফলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এই বিষয়গুলি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা বলে জানা গিয়েছে। ট্রেনের গতি এবার শীতের মরশুমে কতটা রাখা হবে এবং হাতির গতিবিধি জানতে সিসি টিভি ক্যামেরা ও র‍্যাডার লাগানোর ব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করতেই এই বৈঠক হওয়ার কথা।

রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম চন্দ্রভীর রমণ বলেন, 'রেলের পক্ষ থেকে বন দপ্তরকে অক্টোবর মাসে বৈঠক করার জন্য চিঠি পাঠানো হয়। কিন্তু তারা পুজোর জন্য সেই সময় বৈঠকের তারিখ দেয়নি। এরপর চলতি মাসের প্রথমে একবার তারিখ ঠিক করার জন্য বলা হয়। কিন্তু তারা এখনও তারিখ জানায়নি। রেল শীঘ্রই বৈঠকে বসতে চায়। বন দপ্তর তারিখ দিলেই বৈঠক হবে।' বন দপ্তরের চিফ কনজারভেটর (নর্থ) উজ্জ্বল ঘোষ অবশ্য বলেন, '২২ নভেম্বর বৈঠক হবে।'

ক্ষতিগ্রস্তদের চেক বিলি

সিতাই, ৮ নভেম্বর ঃ শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দিল সরকার। বৃহস্পতিবার সিতাইয়ে এক অনুষ্ঠানে আদাবাড়ি ও বৃক্ষোত্তরচাতরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ২০০০ জন কৃষক ক্ষতিপূরণের তালিকাভুক্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এদিন মোট ১ লক্ষ ২৫ হাজার অর্থমূল্যের চেক বণ্টন করা হয়। পরবর্তীতে ব্লকের ক্ষতিগ্রস্ত অপর গ্রাম পঞ্চায়েত চামটায় চেক বিতরণ করা হবে। সাগরদিঘি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মোদিকে তির

প্রথম পাতার পর

অপরদিকে, রিজার্ভ ব্যাংকও সম্প্রতি জানায়, বাতিল নোটের ৯৯.৩ শতাংশ ব্যাংকের হাতে ফিরে এসেছে।

এই ঘটনাগুলিকে সামনে রেখে এদিন কড়া সুরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান মনমোহন সিং। তিনি বলেন, 'প্রায়ই বলা হয়, সময় নাকি সমস্ত ক্ষত ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নোটবন্দির ক্ষেত্রে বিমুদ্রাকরণের ক্ষত ও দাগ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রকট হয়ে উঠছে।' নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের জেরে ভারতের অর্থনীতি ও সমাজে যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে তা এখন সবার কাছেই স্পষ্ট বলে জানান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, পেশা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ এই সিদ্ধান্তের ভুক্তভোগী। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীরা নোট বাতিলের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সরাসরি প্রভাব ফেলেছে নোট বাতিল।

নোটবন্দিকে কেলেঙ্কারি বলে আখ্যা দেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিও। প্রথমে টুইটারে, পরে এক বিবৃতিতে রাহুল গান্ধি বলেন, 'এই কেলেঙ্কারিটি প্রধানমন্ত্রীর সুটবুট পরা বন্ধুদের কালো টাকা সাদায় পরিণত করার একটি ধূর্ত স্কিম ছিল।' নোট বাতিলকে মোদি সরকারের আত্মঘাতী হামলা বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। দেড় কোটি চাকরি ও জিডিপির অন্তত ১ শতাংশ এই সিদ্ধান্তের ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। অর্থমন্ত্রী এদিন যেভাবে নোটবন্দির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সাফাই দিয়েছেন, তারও সমালোচনা করেন রাহুল।

হাতি ধান খেয়ে যাওয়ায়

প্রথম পাতার পর

গ্রামবাসীরা বলছেন, 'আর ধানচাষ করব না। বিকল্প চাষ হিসাবে কী করা যায় ভাবতে হবে।' সফিকুল ইসলাম বলেন, 'বাধাকপির বীজ বুনেছি। সেগুলিও পা দিয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। হাতি এলে আমরা বন দপ্তরে ফোন করি। কিন্তু অনেক সময়েই তাদের মোবাইল বন্ধ থাকে। আবার কখনও বলে আমরা অন্য জায়গায় আছি। বনকর্মীরা আসার আগেই হাতি ধান খেয়ে জঙ্গলে চলে যায়। আমরা চাই হাতি তাড়াতে প্রাথমিকভাবে আমাদের সার্চলাইট, পটকা দেওয়া হোক।' এ বিষয়ে বন দপ্তরের ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াডের ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরি বলেন, 'জমির কাগজ থাকলে দাগ নম্বর দিয়ে আবেদন করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।' দলগাঁও বন দপ্তরের রেঞ্জার রাজীব দে বলেন, 'ওই জমিগুলি নদীর চর, তাই সেখানে কেউই ধান চাষ করতে পারে না। তবে ওই এলাকায় হাতি আসার খবর পেলেই আমরা হাতি তাড়াতে যাই। তাছাড়া মাঝেমধ্যে আমি টহলেও যাই।'

সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি

প্রথম পাতার পর

আমাদের প্রস্তাবমতো আলিপুরদুয়ার কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করায় আমরা রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।' আলিপুরদুয়ার কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে কলেজ পরিচালন সমিতি রেজোলিউশন আকারে কলেজের সমস্ত জমি ও বিল্ডিং রাজ্য সরকারকে হস্তান্তর করে দিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী একটি ডিড–এর মাধ্যমে এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। বর্তমানে এই ডিড রেজিস্ট্রেশনের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে, আলিপুরদুয়ারে নয়া বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন বিধানসভায় পাস হওয়ার সাত মাসের মধ্যেই আলিপুরদুয়ার কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার সিদ্ধান্তে রীতিমতো খুশির হাওয়া গোটা জেলাজুড়ে।

হাটে বিক্ষোভ ব্যবসায়ীদের

সিতাই, ৮ নভেম্বর ঃ এক সবজি ব্যবসায়ীর দোকান ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সিতাই হাটের ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ রাখেন। এদিন তাঁরা বিক্ষোভও দেখান। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিকেলে বিক্ষোভকারীরা পিছু হটেন।

জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ৯টা নাগাদ আবদুল হক নামে সিতাই হাটের জনৈক সবজি ব্যবসায়ীর দোকান ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনায় অভিযোগের তির স্থানীয় কৃষক বাজারের সবজি ব্যবসায়ীদের দিকে। সিতাই হাটের ব্যবসায়ীদের মধ্যে রাজু সাহা, শিবা দত্ত, মানিকচাঁদ বনমালিরা বলেন, 'কৃষক বাজারের কিছু ব্যবসায়ী আবদুল হকের দোকানে ভাঙচুর চালায়। আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাই। পরে স্থানীয় বিধায়ক ও মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির তরফে সুবিচারের আশ্বাস পাওয়ায় বিক্ষোভ তুলে বিকেলের পর আমরা দোকান খুলেছি।' হাটের ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক আকাশ দত্ত বলেন, 'খুচরো সবজি বাজার সিতাই হাটে না কৃষক বাজারে বসবে তা নিয়েই ঝামেলার সূত্রপাত। বিষয়টি মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতিকে জানিয়েছি।' সবজি ব্যবসায়ী আবদুল হক বলেন, এদিন সকালে দোকান খোলার পরপরই কয়েকজন হামলা চালায়।' এ প্রসঙ্গে কৃষক বাজারের সবজি ব্যবসায়ীদের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, সিতাইয়ের বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া বলেন, 'সমস্যা সমাধানের জন্য দু–একদিনের মধ্যে উভয়পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসা হবে।' মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী জানান, আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করা হবে।

অজগর উদ্ধার

ঘোকসাডাঙ্গা, ৮ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা–২ ব্লকের ১২ মাইল এলাকা থেকে একটি অজগর উদ্ধার হয়। ১২ ফুট লম্বা ওই সাপটিকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছেন মাথাভাঙ্গা রেঞ্জের বনকর্মীরা। এদিন জনৈক দশরথ রায়ের ধানখেতে কর্মরত দিনমজুররা সাপটিকে দেখতে পান। তাঁরাই বন দপ্তরে খবর দেন।

বাজি ফেটে যুবকের মৃত্যু

কোচবিহার, ৮ নভেম্বর ঃ কালীপুজোয় বাজি ফাটাতে গিয়ে এক যুবকের মৃত্যু হল কোচবিহারে। বুধবার রাতে ঘটনাটি শহরের সুনীতি রোডের পাশে ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম অনির্বাণ ঘোষ (৩৬)। তাঁর বাড়ি শহরের বিবেকানন্দ স্ট্রিটের ভারতী সংঘ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়। বাড়িতে তাঁর মা, স্ত্রী ও এক মেয়ে রয়েছে। বাজি ফেটে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় কোচবিহারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বৃহস্পতিবার সকালে মৃতের পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে তাঁর বাড়িতে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মৃতের পরিবারের পাশে থাকার কথা জানান তিনি। মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন বিধায়ক মিহির গোস্বামী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুনীতি রোডের পাশে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের উলটোদিকে অনির্বাণবাবুদের ওষুধের দোকান রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি দোকানেই ছিলেন। পাশের দোকানে পুজো হচ্ছিল। স্থানীয়রা জানান, অনির্বাণবাবু বেশকিছু বাজি কিনে এনে দোকানের কাছে রাখেন। এরপর দোকানের সামনে সুনীতি রোডে তিনি বাজি ফাটাতে শুরু করেন। প্রত্যক্ষদর্শী দেবাশিস দে, বিক্রমজিৎ দাস জানান, অনির্বাণবাবু একটি তুবড়ি ফাটানোর জন্য তাতে আগুন দিচ্ছিলেন। সেসময় তুবড়িটি বিকট শব্দ করে ফেটে গিয়ে তাঁর কপালে লাগে। এতে অনির্বাণবাবুর কপাল থেকে গলগল করে রক্ত বের হতে শুরু করে। তখন তাঁরা সকলে মিলে ধরাধরি করে তাঁকে পাশেই এমজেএন হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁরা বলেন, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অনির্বাণবাবুকে কপালে দুই–তিনটি সেলাই করানোর পাশাপাশি ভরতি হতে বলেছিলেন। কিন্তু ভয়ে অনির্বাণবাবু সেলাই করাতে চাননি। হাসপাতালেও তিনি ভরতি হতে চাননি। ফলে ওষুধ লাগিয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ করার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছেড়ে দেন। হাসপাতাল থেকে মাথায় ব্যান্ডেজ লাগানো অবস্থায় ফের তিনি দোকানে এসে বসেন। দোকানে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর কাঁপুনি দিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। এরপর তাঁকে বৈরাগীদিঘি সংলগ্ন একটি নার্সিংহোমে ভরতি করা হয়। কিছুক্ষণ পর সেখানেই তিনি মারা যান।

সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোমের জেনারেল ম্যানেজার পলাশ গুছাইত চৌধুরি বলেন, 'অনির্বাণবাবুকে যখন নার্সিংহোমে আনা হয়েছিল, তখন তাঁর অবস্থা একেবারেই ভালো ছিল না। নার্সিংহোমে নিয়ে আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিনি মারা যান। অনির্বাণবাবুর হার্টের অবস্থা ভালো ছিল না। মাস দুয়েক আগেই হার্টের সমস্যার কারণে তাঁর বাইপাস সার্জারি হয়েছিল। বুধবার বাজির আঘাতের কারণে তাঁর ফের হার্ট অ্যাটাক হয়। সেকারণেই তিনি মারা যান।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার সেখানে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। এদিকে, স্বামীর মৃত্যুর খবরে বৃহস্পতিবার বাড়িতে ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছিলেন তাঁর স্ত্রী ঊর্মি ঘোষ। তিনি বলেন, 'আমার স্বামী বরাবরই বাজি ফাটাতে ভয় পেতেন। সাধারণত এসব থেকে তিনি দূরে থাকতেন। এমন যে কীভাবে হয়ে গেল তা বুঝতে পারছি না।' মৃতের কাকা গৌতম ঘোষ বলেন, 'ডাক্তাররা জানিয়েছেন হার্ট ফেলিয়োরের কারণেই অনির্বাণের মৃত্যু হয়েছে।'বুধবার রাতে কোচবিহারে শব্দবাজি ফাটানোর আওয়াজ পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ করে কোচবিহার এমজেএন হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় শব্দবাজির দাপট ভালো পরিমাণেই ছিল। যদিও জেলা পুলিশ সুপার ডঃ ভোলানাথ পান্ডে বলেন, 'এ নিয়ে কোনো অভিযোগ জমা পড়েনি। শব্দবাজি ফাটানো বন্ধে আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছিলাম।' অন্যবারের তুলনায় জেলায় শব্দবাজি অনেকটাই কম ফেটেছে বলেও তিনি জানান।

জয়দেবপুরটাপু যেন বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ

প্রথম পাতার পর

ভোট এলে রায়ডাক নদীর ওপরে পাকা সেতু নির্মাণ নিয়ে নানা কথা শুনি। ব্যাস ওই পর্যন্তই। তারপর সবাই সবকিছু ভুলে যান। আমাদের যাতায়াতের কষ্ট লাঘবে আর কোনোরকম উদ্যোগই নজরে আসে না। ষাটোর্ধ্ব দেবু দাস, জ্যোতিন্দ্র বিশ্বাস, নন্দলাল ওরাওঁ, জিৎবাহন ওরাওঁরা জানান, এখানে প্রায় দেড় হাজার মানুষের বসবাস। এছাড়াও রায়ডাক এবং তুরতুরিখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু মানুষ এই পথেই নদী পেরিয়ে কুমারগ্রাম ব্লক অফিসে যাতায়াত করেন। ছোটোবেলায় বাবা–মায়ের হাত ধরে নৌকায় চেপে যাতায়াত করতেন। বড়ো হয়ে বিয়ের পর পাকা সেতু নির্মাণের জন্য বহু আন্দোলন করেছেন। সময়ে সময়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের খাতায় নামও লিখিয়েছেন। তবু জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও পাননি সেতু। তাঁদের কথায়, 'এমনও দেখেছি, উত্তাল রায়ডাকের এপারে অসুস্থ রোগী মরণযন্ত্রণায় ছটফট করছে। ওপারে ওষুধের ব্যাগ হাতে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু। নদী পার হতে না পেরে শেষপর্যন্ত ফিরে গিয়েছেন ডাক্তারবাবু। আর উত্তাল জলোচ্ছ্বাসের শব্দে মিলেমিশে চিরকালের মতো স্থির হয়ে গিয়েছে অসুস্থ রোগীর দেহ। কবে এমন যন্ত্রণার অবসান হবে জানা নেই। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার উদ্যোগ নিলে হয়তো পাকা সেতু একদিন নিশ্চয়ই হবে। আক্ষেপ শুধু একটাই, আমরা হয়তো আর সেটা দেখে যেতে পারব না।'

পাহাড়ের মন বুঝতে সমীক্ষা

প্রথম পাতার পর

দলীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটিকে পাহাড়ে গিয়ে সমীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই নির্দেশে বলা হয়েছে, প্রয়োজনে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং এবং মিরিকে গিয়ে সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে। মূলত তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থানটা বোঝাই গেরুয়া বাহিনীর লক্ষ্য। অর্থাৎ বিমল গুরুংয়ের অনুপস্থিতিতে লোকসভা নির্বাচনে পাহাড়ের সমর্থন কোনদিকে যেতে পারে তা যাচাই করে নিতে চাইছে বিজেপি, যার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বিজেপির প্রার্থী নির্বাচন। জানা গিয়েছে, জয় সুনিশ্চিত বুঝতে পারলে বর্তমান সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া অথবা জে পি নাড্ডাকে প্রার্থী করা হবে। অন্যথায় স্থানীয় কাউকে বেছে নেওয়া হবে। বর্তমান মোর্চা সভাপতি বিনয় তামাং যে বিজেপিকে সমর্থন করবেন না এবং পরিবর্তে তৃণমূলের জন্য মাঠে নামবেন, তা পরিষ্কার বিজেপি নেতৃত্বের কাছে। ফলে দার্জিলিং কেন্দ্রটি দখলে রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, পাহাড়ের ভোটপ্রাপ্তির ওপরই বরাবর নির্ভরশীল দার্জিলিং কেন্দ্রের জয়পরাজয়। এর জন্যই বিশেষ সমীক্ষার ওপর বিজেপি জোর দিচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। বিজেপি সূত্রেই খবর, বর্তমান পাহাড় পরিস্থিতি, সমীক্ষা এবং প্রার্থী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আগামী সপ্তাহে শিলিগুড়িতে আসছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক শিবপ্রকাশজি। তাঁর সঙ্গে আসার সম্ভাবনা রয়েছে কেন্দ্রীয়স্তরের আরও কয়েকজন নেতার।

এদিকে, বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বিজেপির সাত জেলার পদাধিকারীদের বৈঠকেও পাহাড় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অভিজিৎ রায়চৌধুরির দাবি, শুধু রথযাত্রা নিয়েই এদিন বৈঠক হয়েছে। সেই আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে পাহাড়ের রথযাত্রার প্রসঙ্গও। তাঁর বক্তব্য, পাহাড়ের প্রত্যেকটি মহকুমাতেই রথ চালানো হবে। রথযাত্রা নিয়ে পাহাড়েও প্রচার করা হবে। বিজেপির উত্তরবঙ্গের কোঅর্ডিনেটর রথীন্দ্রনাথ বোস জানান, রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রত্যেকটি বিধানসভা এলাকায় একটি করে জনসভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে মূল জনসভাটি হবে শিলিগুড়িতে। এদিনের বৈঠকে ছিলেন দলের রাজ্য সহসম্পাদক (সংগঠন) কিশোর বর্মন, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচবিহার থেকে দলের জেলা সভাপতি মালতী রাভা, জেলার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী প্রমুখ।

তারকার নাম

প্রথম পাতার পর

দিলীপবাবুর ঘনিষ্ঠরা রায়গঞ্জ লোকসভা আসনকে নিরাপদ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। সর্বভারতীয় বিজেপি নেতৃত্বের কাছে রায়গঞ্জ লোকসভা আসনের জন্য দিলীপবাবুর নাম জমা পড়েছে। সাংগঠনিক কারণে যদি দিলীপবাবু প্রার্থী হতে না পারেন সেক্ষেত্রে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী করিম চৌধুরি রায়গঞ্জ লোকসভা থেকে বিজেপি প্রার্থী হতে পারেন। রায়গঞ্জ লোকসভা এলাকায় ভোটারদের একটি বড়ো অংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। করিম সাহেব উত্তর দিনাজপুর জেলায় পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাই সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে প্রবীণ এই নেতার নাম রয়েছে। আলিপুরদুয়ার লোকসভা আসনে বিজেপির দাবিদারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মাদারিহাট বিধানসভা আসনের বর্তমান বিধায়ক মনোজ টিগ্গা প্রার্থী হতে আগ্রহী। মনোজবাবু ইতিপূর্বে এই আসন থেকে দু–বার বিজেপির টিকিটে লড়াই করেছেন। একসময়ের আদিবাসী বিকাশ পরিষদের দাপুটে নেতা জন বার্লা বর্তমানে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন। জন আলিপুরদুয়ারে লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করতে চান। এছাড়া এই আসনে প্রার্থী হতে চান হাঁসিমারার বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ, কালচিনির অতুল সুব্বা এবং কুমারগ্রামের প্রাক্তন বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ।

চিতাবাঘের হামলা থেকে শিক্ষা নিচ্ছে সাফারি কর্তৃপক্ষ

শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ বেঙ্গল সাফারিতে টহলদারি ভ্যানে থাকা চালকদের কারও কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ নেই। জঙ্গলে বন্যজন্তুদের সামনে পড়লে কী করতে হবে, কীভাবে নিজের প্রাণ বাঁচাতে হবে সেসব কিছুই জানা নেই তাঁদের। আর এই কারণেই বুধবার সাফারি পার্কে লেপার্ডের হামলার মুখে পড়তে হয়েছিল টহলদারি ভ্যানের চালক সুরিন্দর পাল সিংকে। আর এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই সাফারি পার্কের টহলদারি ভ্যানের চালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তর। আগামী সপ্তাহ থেকেই তাঁদের প্রশিক্ষণ শুরু হবে। অপরদিকে, বুধবার রাতের ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার বন্ধ রাখা হয়েছিল লেপার্ড সাফারি। যাঁরা আগে থেকেই অনলাইন বুকিং করেছিলেন তাঁদের লেপার্ডের শেলটারের কাছ থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হয়।

সাফারি পার্কে আসা পর্যটকদের গাড়িতে সাফারির সময় কোনো পশুর হামলা হলে তাদের সরানোর জন্যে এনক্লোজারের ভেতরে একটি টহলদারি ভ্যান সবসময় থাকে। বুধবার বিকেলেও লেপার্ড সাফারিতে ছিল একটি টহলদারি ভ্যান। চালক সুরিন্দর পাল সিং এবং একজন বনকর্মী ছিলেন ওই ভ্যানে। অভিযোগ, শেষ সাফারির গাড়ি বের হওয়ার আগে এনক্লোজারের ভেতরেই টহলদারি ভ্যান থেকে নেমে পড়েন চালক সুরিন্দর। হেঁটে কিছুটা এগোতেই হঠাৎ করে তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শচীন নামে লেপার্ডটি। প্রথমে সে সুরিন্দরের ঘাড় কামড়ে ধরে। সুরিন্দরের আর্তনাদেই গাড়িতে থাকা বনকর্মী বিষয়টি লক্ষ করেন। এরপরে তিনি লাঠি হাতে গাড়ি থেকে নেমে শচীনকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে সুরিন্দরকে উদ্ধার করে গাড়িতে তোলেন। এরপরেই সাফারির কর্তাদের খবর দেওয়া হলে দ্রুত তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনার পর থেকেই টনক নড়ে বন দপ্তরের। তাই সাফারিতে টহলদারির দায়িত্বে থাকা ভাড়ার গাড়ির চালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাফারি পার্ক সূত্রে খবর, যে তিনটি টহলদারি ভ্যান রয়েছে তার সবগুলিই ভাড়া নেওয়া। গাড়ির মালিকেই চালক সমেত গাড়ি পাঠান সাফারি পার্কে। ফলে তাঁদের কারও কোনো প্রশিক্ষণ থাকে না। যদিও এনক্লোজারের ভেতরে যাতে গাড়ি থেকে কেউ না নামেন তা কাজে যোগ দেওয়ার সময় সতর্ক করে দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ, সুরিন্দর প্রায়ই এনক্লোজারের ভেতরে গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়তেন। একাধিকবার বিষয়টি নিয়ে তাঁকে সাফারি কর্তাদের ধমকও খেতে হয়েছে। সাফারির ডিরেক্টর অরুণ মুখোপাধ্যায় নিজে তাঁকে বেশ কয়েকবার ডেকে সতর্ক করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, বুধবারের ঘটনার জেরে সাফারির কর্মীদের আরও বেশি সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কেউই যাতে কোনোভাবেই এনক্লোজারের ভেতরে গাড়ি থেকে না নামেন সেই বিষয়টির উপরে বিশেষ নজর রাখতে বলা হয়েছে। সূত্রের খবর, কয়েকদিন আগেও এনক্লোজারের ভেতরে লেপার্ডের হামলায় আহত হয়েছেন একজন বনকর্মী।

WEST BENGAL ZOO AUTHORITY
বেঙ্গল সাফারী

বেঙ্গল সাফারির ফাইল চিত্র।

অন্যদিকে, লেপার্ডের হামলায় আহত সুরিন্দর চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। তাঁর চিকিৎসায় যাতে কোনোরকম গাফিলতি না হয় তা দেখতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি দুজন বনকর্মীকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রাখা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সুরিন্দরের ঘাড়ের কাছে এবং বুকে বেশ কয়েকটি ফ্র্যাকচার রয়েছে। তাঁকে অবজারভেশনে রাখা হয়েছে। সাফারি পার্কের ডিরেক্টর অরুণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গতকালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আগামীতে না হয় তার জন্যে আমরা চালকদের প্রশিক্ষণ দেব।'